একনেকে ১১৩৬ কোটি টাকার ৬ প্রকল্প অনুমোদন

১ হাজার ১৩৬ কোটি ৮৪ লাখ টাকা ব্যয়ে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় ৬ প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে সরকার দেবে ১ হাজার ২৮ কোটি ৫১ লাখ টাকা এবং বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান ১০৮ কোটি ৩০ লাখ টাকা।

মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী ও একনেকের চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে প্রকল্পগুলোর অনুমোদন দেওয়া হয়।

রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও সচিবরা উপস্থিত ছিলেন এবং প্রধানমন্ত্রী ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে একনেক সভায় যুক্ত হন।

অনুমোদিত প্রকল্পগুলোর মধ্যে ২৩৬ কোটি ৬৭ লাখ টাকা ব্যয়ে ‘চর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং’ প্রকল্পের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এ প্রকল্প এলাকায় প্রস্তাবিত ভৌত কাজসমূহ টেকসইকরণের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা উন্নয়ন, উপকূলীয় চর উন্নয়ন বিষয়ক উপাত্ত সংগ্রহ ও উপকূলীয় চর এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নিরাপদ বসবাস স্থাপন ও তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নসহ অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা হবে। প্রকল্পটি নোয়াখালীর সুবর্ণচর, হাতিয়া, কোম্পানীগঞ্জ ও কবিরহাটে বাস্তবায়িত হবে।

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমসমূহ হলো ১৭১ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন, বিকল্প বাঁধ নির্মাণ, নদী তীর প্রতিরক্ষা ও ২৯৩ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ।

২৫৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘খুলনা শিপইয়ার্ড সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বিদ্যমান অপ্রশস্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন, রূপসা ব্রিজ অ্যাপ্রোচ সড়ক থেকে খুলনা শহরে প্রবেশের জন্য স্বল্পতম দূরত্বের সড়ক নির্মাণ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও যানজট হ্রাস করা হবে।

২৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘লাঙ্গলবন্দ-কাইকারটেক-নবীগঞ্জ জেলা

মহাসড়কের লাঙ্গলবন্দ হতে মিনারবাড়ী পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

এ প্রকল্পের আওতায় লাঙ্গলবন্দ-কাইকারটেক-নবীগঞ্জ জেলা মহাসড়কের লাঙ্গলবন্দ হতে মিনারবাড়ী পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণের মাধ্যমে নিরাপদ, আরামদায়ক, সময় ও ব্যয় সাশ্রয়ী সড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৭৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘কুমিল্লা জেলার তিতাস ও হোমনা উপজেলায় তিতাস নদী (লোয়ার তিতাস) পুনঃখনন’ প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ভরাট হয়ে যাওয়া তিতাস নদী পুনঃখননের মাধ্যমে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নসহ জলাবদ্ধতা দূর করা হবে। এর পাশাপাশি অনাবাদী জমি আবাদযোগ্য করা, নৌ চলাচল সুবিধা সৃষ্টি, মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা হবে।

৪০১ কোটি টাকা ব্যয়ে গাইবান্ধা জেলার সদর ও সুন্দরগঞ্জ উপজেলার গোঘাট ও খানাবাড়ীসহ পার্শ্ববর্তী এলাকা যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙন হতে রক্ষা প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙন থেকে গাইবান্ধা জেলার সদর ও সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত বসতবাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাস্তাঘাট, বাজার, ফসলী জমিসহ সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষা হবে।

১২৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ’ প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে স্থায়ী ও মৌসুমী পতিত জমি চাষের আওতায় এনে প্রকল্প এলাকার শস্যের গড় নিবিড়তা ২০৮ শতাংশ থেকে ২১০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হবে। বিদ্যমান শস্য বিন্যাসে বিভিন্ন ফসল আবাদের মাধ্যমে বহুমুখী শস্য আবাদ এলাকা গড়ে তোলা হবে।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

গাড়াবাড়ীয়া সেই সাঁকো এখন ডুবন্ত জনদুর্ভোগে ৪ গ্রামের মানুষ

গাংনীর গাড়াবাড়ীয়া ভৈরব নদী বেয়ে চলাচল করে ৪ গ্রামের মানুষ জন। যাতায়াতের একমাত্র অবলম্বন ছিলো সাঁকো সেটাও আজ ভারি বর্ষনের ফলে তলিয়ে গেছে পানিতে।

স্থানীয় জনগনরা জানান, নদীর ওপারে অনেক কৃষের আবাদি জমি রয়েছে কিন্তু পানির কারণে সাকো ডুবে যাওয়ায় এখন যেতে পারছেন না । হিতিম পাড়া গ্রামের মানুষের দৈনন্দিন বাজার হাট গুলো হতো এপারে থেকে পারছেন আসতে। এছাড়াও স্কুল ছাত্র ছাত্রীদের ও যাতায়াতের জন্য এছাড়া কোন পথ ছিলো না। যাতায়াতের একমাত্র অবলম্বন পানিতে তলিয়ে যাওয়াতে সাধারন জনগন কৃষক,স্কুল ছাত্র ছাত্রীদের মুখে দুর্বিসহের ছাপ।

এ বিষয়ে নইল উদ্দীনের সাথে কথা বলেল তিনি জানান, বাড়ি বাড়ি যেয়ে বাশ উত্তোলন করে মানুষ যাতায়াতের উপযোগী করে তোলা হয়েছিল। কিন্তু এখন সেটাও ডুবন্ত। নেতা বর্গরা অনেক জন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ব্রিজ হবে বলে কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন সমাধান আসেনি। ব্রিজ মানে আমাতের কাছে এখন সপ্ন মনে হয়।

এ বিষয়ে কাথুলী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ মিজানুর রহমান রানা জানান, আমি নির্বাচিত হওয়ার পর সংসদ সদস্য মকবুল হোসেন কে বিষয়টি জানানো হয়েছিল তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তারপর বর্তমানে আমাদের এম পি মহোদয় সাহিদুজ্জামান খোকন ভাইয়ের সাথেও কথা বলেছি তিনিও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং ব্রিজ নির্মান কাজের জন্য মাপ যোগ করতেও এসেছিলেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত হয় নাই। জনগনের এই তুর্ভোগ উত্তরন করতে এই ব্রিজ হওয়াটা খুব জরুরি।

এ বিশিষ্ট সমাজ সেবক ও স্কুল শিক্ষক রেজাউর রহমান জানান জনগনের এখন প্রানের দাবি এই ব্রিজ। তবে এব্রিজ নির্মান না হলে ৪ গ্রামের রোগজনের যাতায়াত যেমন হবে না পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমার স্কুলের শিক্ষার্থী সহ আরো কৃষক।

বিশ্ব সেরা চিন্তাবিদের তালিকায় বাংলাদেশি স্থপতি মারিনা

বিশ্ব সেরা ৫০ জন চিন্তাবিদের তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন বাংলাদেশি স্থপতি মেরিনা তাবাসসুম। ব্রিটিশ সাময়িকী প্রসপেক্টস ১৪ জুলাই এ তালিকা প্রকাশ করেছে।

সাময়িকীটিতে বলা হয়েছে, মেরিনা তাবাসসুম প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মিল রেখে ভবন নির্মাণ এবং পরিবেশের দ্বারা উদ্ভূত চ্যালেঞ্জগুলো গ্রহণ করে নকশা তৈরি করায় দারুণ অবদান রেখেছেন। তার নকশা করা স্থানীয় উপকরণের হালকা ওজনের বাড়িগুলো স্টিলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম এবং পানির মাত্রা বেড়ে গেলে সেগুলো সরানো যায়। বিষয়গুলো আন্তর্জাতিকভাবে ভূয়সী প্রশংসা কুড়িয়েছে।

টেরাকোটা ইট দিয়ে নির্মিত রাজধানীর বায়তুর রউফ মসজিদের নকশা করেছেন মেরিনা। মসজিদটির নকশা করে স্থাপত্যে আগা খান পুরস্কারও পেয়েছেন এই স্থপতি। বাংলাদেশের স্থপতি হিসেবে তিনিই প্রথম আগা খান পুরস্কারে ভূষিত হন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

সাহাবুদ্দিন মেডিকেলের এমডিসহ তিন জন রিমান্ডে

করোনার পরীক্ষা নিয়ে প্রতারণা করার মামলায় গ্রেফতার সাহাবুদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ফয়সাল আল ইসলামসহ তিন জনকে পাঁচ দিন করে রিমান্ডে নেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন

আদালত।

মঙ্গলবার ঢাকা মহানগর হাকিম আশেক ইমাম রিমান্ডের এ আদেশ দেন।

অপর দুই আসামি হলেন, সহকারী পরিচালক ডা. মোহাম্মদ আবুল হাসনাত ও ইনভেন্টরি অফিসার শাহজির কবির সাদি।
এর আগে রাজধানীর গুলশান থানার মামলায় আসামিদের আদালতে হাজির করে সাত দিন করে রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা।

এ সময় আসামিদের আইনজীবীরা রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করেন। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে বিচারক পাঁচ দিন করে রিমান্ডের আদেশ দেন।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

মুজিবনগরে ব্র্যাকের দৌরাত্মে অতিষ্ঠ গ্রাহকরা

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ব্র্যাক এনজিও’র দৌরাত্মে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে গ্রাহকরা। চলমান করোনা পরিস্থিতিতে এক দিকে যেমন আয় রোজগার কমে গিয়ে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে অন্য দিকে এনজিও গুলোর দৌরাত্মে চোখের ঘুম হারাম হয়ে গেছে খেটে খাওয়া মানুষের।

আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কিস্তি আদায়ে সরকারি নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও মুজিবনগরে জোর পূর্বক গ্রাহকদের কাছ থেকে কিস্তি আদায় করছে ব্র্যাক অফিস। জোরপূর্বক কিস্তি আদায় না করার বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত তোয়াক্কা না করে কিস্তি আদায়ে বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন ব্রাকসহ অধিকাংশ এনজিও সংস্থা। এরই মধ্যে কিস্তির টাকা আদায় নিয়ে গ্রাহকের সঙ্গে ব্র্যাক কর্মির উগ্র আচরণ ও ঝগড়া- বিবাদের ঘটনা ঘটেছে।

গৌরিনগর গ্রামের সাবিরিন রহমান একটি কম্পিউটার ল্যাব দেওয়ার জন্য কয়েকমাস আগে তার খালার নামে ব্র্যাকের কাছ থেকে লোন নেয়। কিন্তু করোনার কারনে তার প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় সে কিস্তি দিতে ব্যার্থ হয়ে পরে। কিন্তু ব্র্যাক অফিসের টিটো নামের এক মাঠকর্মি

তাকে কিস্তি দিতে জোর করে এবং তার খালার কাছে কিস্তি দেওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে। পরে সাবিরিন রহমান কোন উপায় না পেয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অফিসে এসে সকল বিষয় জানান।

ঘটনা শোনার পর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ব্র্যাকের ম্যানাজারের সাথে কথা বলে। সরকারের নির্দেশ অমান্য করে জোর পূর্বক কিস্তি আদায় না করতে শেষ বারের মত সতর্ক করে দেন। পরবর্তিতে এরকম অভিযোগ পেলে আইননানুগ ব্যাবস্থা গ্রহন করা হবে বলেও ম্যানাজারকে জানান, এছাড়া ব্র্যাকের মত মুজিবনগরে বিভিন্ন এনজিও কর্মিরা গ্রাহকদের কাছ থেকে কিস্তি দিতে বিভিন্ন ভাবে চাপ দিয়ে আসছে।

যা ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কাউকে কিস্তির জন্য জোর করা যাবে না এবং ঋণখেলাপি করা যাবে না উল্লেখ করে গত ২৩ জুন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করে লাইসেন্সপ্রাপ্ত সব ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে চিঠি পাঠিয়েছে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ)।

এই প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে ঋণগ্রহীতাদের আর্থিক অক্ষমতার কারণে ক্ষুদ্রঋণের কিস্তি অপরিশোধিত থাকলেও তাদের আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় ৩০ সেপ্টেম্বর প্রযন্ত কিস্তি বা ঋণকে বকেয়া বা খেলাপি দেখানো যাবে না।

সার্কুলারে আরো বলা হয়, গ্রাহক নিজ ইচ্ছায় ঋণের কিস্তি পরিশোধ করলে নিতে বাধা থাকবে না। কিস্তি পরিশোধের কারণে ঋণের মানের উন্নতি হলে তা করা যাবে। একই সঙ্গে কোনো প্রতিষ্ঠান যদি নতুন করে কাউকে ঋণ দিতে চায় সেটা দিতে পারবে।

তারপরও কোন নিয়ম নিতি মানছেই না অধিকাংশ এনজিও প্রতিষ্ঠান। প্রজ্ঞাপনের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে মুজিবনগরের বিভিন্ন এলাকায় ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে কিস্তি আদায় করা হয়। সেই সঙ্গে কিস্তি পরিশোধে বাধ্য করা হচ্ছে।

কিস্তি আদায়ের বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, কিস্তি আদায়ে কোন গ্রাহকদের কাছে কোন প্রকার জোর করতে সরকারী নিশেধাঙ্গা আছে। তারপরও কিছু এনজিও সংস্থা কিস্তির জন্য গ্রাহকদের জোর করছে এমন কয়েকটা অভিযোগ আমার কাছে এসেছে। আমি সকল এনজিও কর্মকর্তাদের সতর্ক করে দিয়েছি। পরবর্তিততে এরকম অভিযোগ আসলে অভিযুক্ত এনজিও সংস্থার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যাবস্থা

মেহেরপুরে মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য রাখার দায়ে দোকান সিলগালা ও জরিমানা আদায়

মেহেরপুর কলেজ মোড় এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত চালিয়ে দুইটি দোকান থেকে সাত হাজার ও একটি দোকান সিলগালা করা হয়।

মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রাকিবুল ইসলামের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়।

মেহেরপুর শহরের কলেজ মোড় এলাকায় গুরুদেব হোমিও হলের পাশে, নাইম স্টোর ও এস.এম.কে আজমাইন কসমেটিক্স ফুড এন্ড টেলিকমে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এ সময় দোকান দুটি থেকে বিপুল পরিমাণ মেয়াদ উত্তীর্ণ কোমলপানীয় সহ বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সামগ্রী উদ্ধার করে। একই সাথে উদ্ধারকৃত মেয়াদ উত্তীর্ণ কোমল পানীয় সহ অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয় এবং এস.এম.কে আজমাইন কসমেটিক্স ফুড এন্ড টেলিকম কে সিলগালা করে দেওয়া হয়।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রকিবুল ইসলাম জানান, বেশ কিছু দিন থেকে আমাদের কাছে খবর আসছে ওই সব দোকানে মেয়াদ উত্তীর্ণ মালামাল বিক্রয় করা হচ্ছে ।

তিনি আরও বলেন, এস এম কে আজমাইন কসমেটিক্স ফুড এন্ড টেলিকম দোকানটিতে ১০০% এর মধ্যে ৬০% মালামাল মেয়াদ উত্তীর্ণ। মেয়াদ উত্তীর্ণের এক বছর পেরিয়ে গেলেও দেদারছে বিক্রি হচ্ছে এসব মামামাল। যেখানে প্রতিনিয়ত মিডিয়াতে প্রচার হচ্ছে মেয়াদ উত্তীর্ণ যে কোন দ্রব্য সামগ্রী মানব দেহের জন্য ক্ষতি কর। আর এখানে তো অধিকাংশই স্কুলের ছোট ছোট ছাত্র-ছাত্রী যারা বোঝেই না

দ্রব্যের মেয়াদ উত্তীর্ণ কি, কেন দেওয়া হয় মেয়াদ। তারা নিয়মিত এই দোকান থেকে এই মেয়াদ উত্তীর্ণ দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করে থাকে।

তাই ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৫১ ও ৫৩ ধারায় নাঈম স্টোরকে ২ হাজার টাকা এবং এস এম কে আজমাইন কসমেটিক্স ফুড এন্ড টেলিকমের মালিক কে ৫ হাজার সহ দোকানটি সিলগালা করে দেওয়া হয়।

ঈদে ট্রেন বাড়ানো হবে না: রেলমন্ত্রী

আসন্ন ঈদুল আজহায়ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে ট্রেন চলবে। বাড়তি যাত্রীর চাপ নেবে না রেল। এ কথা জানিয়েছেন রেলপথমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন।

তিনি বলেন, বর্তমানে যে কয়টি ট্রেন চলছে, ঈদেও সে কটি ট্রেন চলবে। বিশেষ ট্রেন বাড়ানো হবে না। করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে কমলাপুর রেলস্টেশনের শহরতলি প্লাটফরমে (নারায়ণগঞ্জগামী) বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন মন্ত্রী।

তিনি বলেন, বর্তমানে যে কয়টি ট্রেন চলছে, ঈদের মধ্যেও সে কটি ট্রেন চলবে। বিশেষ ট্রেন বাড়ানো হবে না। ঈদ উপলক্ষে যদি আমরা ট্রেন বাড়িয়ে দিই। তা হলে যাত্রীদের বাড়ি ফিরতে উৎসাহিত করা হবে। তাই আমরা সেটি করব না।

করোনা পরিস্থিতিতে রেলমন্ত্রী সব যাত্রীকে ঘরে থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, যে যেখানে অবস্থান করছেন, সেখান থেকেই এবার ঈদ উৎসব পালন করুন। এ দুর্যোগে বাড়ি গিয়ে আমরা যেন গ্রাম-গঞ্জে এই ভাইরাস ছড়িয়ে না দিই।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সেলিম রেজা, বাংলাদেশ রেলওয়ে মহাপরিচালক মো. শামসুজ্জামান প্রমুখ।

ইউনাইটেডে অগ্নিকাণ্ড: ৪ পরিবারকে ক্ষতিপূরণের আদেশ স্থগিত

ইউনাইটেড হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত চার পরিবারকে ১৫ দিনের মধ্যে ৩০ লাখ টাকা করে দিতে হাইকোর্টের দেওয়া আদেশ স্থগিত করা হয়েছে। আপিল বিভাগের চেম্বার আদালত আগামী ১৬ আগস্ট পর্যন্ত ওই আদেশ স্থগিত করেছেন।

ইউনাইটেড হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের আবেদনের শুনানি নিয়ে মঙ্গলবার আপিল বিভাগের ভার্চ্যুয়াল চেম্বার আদালতের বিচারপতি মো. নূরুজ্জামান এই আদেশ দেন।

একই সঙ্গে এ সংক্রান্ত রিট পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে শুনানির জন্য পাঠানোর আদেশ দেন তিনি।
এর আগে ১৫ জুলাই বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিমের ভার্চ্যুয়াল হাইকোর্ট বেঞ্চ ক্ষতিপূরণের ওই আদেশ দিয়েছিলেন।

ভার্চ্যুয়াল শুনানিতে রিট আবেদনের পক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এ এম আমিন উদ্দিন। সঙ্গে ছিলেন ব্যারিস্টার অনীক আর হক, ব্যারিস্টার হাসান এম এস আজিম, ব্যারিস্টার মুনতাসির আহমেদ ও রিটকারী নিয়াজ মুহাম্মদ মাহবুব ও সাহিদা সুলতানা শিলা।

ইউনাইটেড হাসপাতালের পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার রোকন উদ্দিন মাহমুদ, মোস্তাফিজুর রহমান খান ও তানজীব উল আলম।

গত ৩০ মে রিট আবেদনটি দায়ের করেন ব্যারিস্টার নিয়াজ মুহাম্মদ মাহবুব। ১ জুন আরও একটি রিট করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার রেদোয়ান আহমেদ রাজীব ও ব্যারিস্টার হামিদুল মিসবাহ। পরে গত ২ জুন বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে ১৪ জুনের মধ্যে আলাদা প্রতিবেদন চেয়েছিলেন হাইকোর্ট। সে অনুসারে প্রতিবেদন দাখিল করা

হয়।

পুলিশের দেওয়া প্রতিবেদনে ইউনাইটেড হাসপাতালের গাফিলতির কথা রয়েছে। রাজউক বলছে, করোনার জন্য আলাদা করে আইসেলেশন ইউনিট করতে তাদের অনুমতি দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে ফায়ার সার্ভিস বলছে, অগ্নিকাণ্ডের সময় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কার্যকর পদক্ষেপ নিলে রোগীদের মৃত্যু রোধ করা সম্ভব হতো।

এরপর আদালত ২৯ জুন সমঝোতা করতে আদেশ দিয়েছিলেন। তবে অবহেলাজনিত মৃত্যুর অভিযোগের মামলার তদন্তও দ্রুত সম্পন্ন করতে বলেছিলেন।

গত ২৮ মে ইউনাইটেড হাসপাতালের চিফ অব কমিউনিকেশনস অ্যান্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ডা. সাগুফা আনোয়ারের পাঠানো বার্তায় নিহত পাঁচজনের পরিচয় শনাক্ত করা হয়। নিহতদের মধ্যে চারজন পুরুষ ও একজন নারী। তারা হলেন- রিয়াজুল আলম (৪৫), খোদেজা বেগম (৭০), ভেরুন অ্যান্থনি পল (৭৪), মো. মনির হোসেন (৭৫) ও মো. মাহবুব (৫০)।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায়, গত ২৮ মে বুধবার আনুমানিক রাত সাড়ে ৯টার দিকে মূল ভবনের বাইরে হাসপাতাল সংলগ্ন করোনা আইসোলেশন ইউনিটে সম্ভবত বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিটের মাধ্যমে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আগুন আইসোলেশন ইউনিটের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সে সময় আবহাওয়া খারাপ ছিল ও বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। বাতাসের তীব্রতায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেখানে ভর্তি পাঁচজন রোগীকে বাইরে বের করা সম্ভব হয়নি। তারা ভেতরেই মারা যান। আইসোলেশন ইউনিটের পাঁচজনই করোনা উপসর্গ নিয়ে ভর্তি ছিলেন।

এ ঘটনায় ইউনাইটেড হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অপমৃত্যুর মামলা করলেও আগুনে নিহত ভেরুন অ্যান্থনি পলের পরিবার ইউনাইটেড হাসপাতালের বিরুদ্ধে ‘অবহেলাজনিত মৃত্যুর অভিযোগে’ মামলা করেন।

মামলায় ইউনাইটেড হাসপাতালের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি), প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও), পরিচালক, করোনা ইউনিটে সে সময় কর্মরত ডাক্তার-নার্স, সেফটি ও সিকিউরিটি কর্মকর্তাদের আসামি করা হয়।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted]-[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]-[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]-[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]-[redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

বুকের শ্লেষ্মা দূর করে ব্যথা ও অন্যান্য অস্বস্তিকর অনুভূতি প্রশমিত করতে পারে।গরম স্যূপ, ব্ল্যাক টি বা গ্রিন টি, হার্বাল টি অথবা সাধারণ পানি পানে এই উপকার পেতে পারেন। এখানে গরম পানি বলতে কুসুম গরম পানিকে বোঝানো হচ্ছে।

আর্দ্র বাতাস: কক্ষের বাতাসকে আর্দ্র করলে শ্লেষ্মা পাতলা হবে ও কাশি বা গলার অস্বস্তি কমে যাবে। যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হার্ট, লাং অ্যান্ড ব্লাড ইনস্টিটিউট কক্ষের বাতাসকে আর্দ্র করতে হিউমিডিফাইয়ার বা স্টিম ভেপোরাইজার ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে। রাতে ঘুম যেতে সমস্যা হলে হিউমিডিফাইয়ার সহায়ক হতে পারে-প্রতিক্রিয়া বাড়াতে জানালা ও দরজা বন্ধ রাখুন। এছাড়া গরম পানির ভাপ টানলে অথবা উষ্ণ গোসলেও শ্লেষ্মা পাতলা হবে।

কিছু খাবার: কিছু খাবার ও মসলা বুকের শ্লেষ্মা কমাতে পারে, যেমন-রসুন, আদা, লেবু ও শুকনো মরিচের গুঁড়া বা ঝাল মরিচ। এছাড়া কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, ভাইরাস সংক্রমণে গলায় শ্লেষ্মা জমলে বেরি, জিনসেং, পেয়ারা, যষ্টিমধু, ডালিম ও জিংক সমৃদ্ধ খাবার খেলে উপকার পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র: মেডিকেল নিউজ টুডে

৮ মাস পেছালো ওয়ানডে বিশ্বকাপ

করোনার মহামারিতে লন্ডভন্ড পুরো বিশ্ব। এর প্রভাব পড়েছে ক্রীড়া জগতেও। করোনার কারণে ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ আট মাস পিছিয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) সোমবার এক বৈঠকে বিষয়টি চূড়ান্ত করেছে।

২০২৩ সালে ভারতের মাটিতে হবে ওয়ানডে বিশ্বকাপ। পূর্বের সূচি অনুযায়ী হচ্ছে না পঞ্চাশ ওভারের এ টুর্নামেন্ট। আইসিসির নতুন সূচি অনুযায়ী অক্টোবরে শুরু হবে বিশ্বকাপ। ২৬ নভেম্বর হবে টুর্নামেন্টের ফাইনাল। এর আগে ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত টুর্নামেন্টটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

আইসিসির এই বৈঠকে উপস্থিত ছিল আইবিসির (দ্য কমার্সিয়াল সাবসিডিয়ারি অব দ্য আইসিসি) প্রতিনিধিরা।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন